ফ্রাঞ্জ কাফকা

দ্য মেটামরফোসিস

অনুবাদ : জাওয়াদ উল আলম

প্রিমিয়াম পাবলিকেশন্স

ফ্রাঞ্জ কাফকা

দ্য মেটামরফোসিস

অনুবাদ : জাওয়াদ উল আলম

সম্পাদনায় : জারা রহমান

© : প্রকাশক

প্রথম প্রকাশ : এপ্রিল ২০২৫

প্রচ্ছদ : জাওয়াদ উল আলম

প্রকাশক : জিয়াউল হাসান নিয়াজ

প্রিমিয়াম পাবলিকেশন্স

মূল্য : ২৫০৳

প্রকাশক এবং স্বত্বাধিকারীর লিখিত অনুমতি ছাড়া এই বইয়ের কোনো অংশেরই কোনোরূপ পুনর্মুদ্রণ বা প্রতিলিপি করা যাবে না। এই শর্ত লঙ্ঘিত হলে উপযুক্ত আইনত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

উৎসর্গ

গ্রেগরের মতো জীবন জর্জরিত সব মানুষদের!

ভূমিকা

‘মেটামরফোসিস’ : এক অন্তর্দৃষ্টিময় রূপান্তরের প্রতিচ্ছবি

বিশ্বসাহিত্যের ইতিহাসে এমন কিছু রচনা রয়েছে যেগুলো একটি যুগের ধ্যান-ধারণা বদলে দিয়েছে, পাঠকের ভেতরে সৃষ্টি করেছে অনন্ত প্রশ্ন, অস্বস্তি, আবার একধরনের গভীর উপলব্ধি। ফ্রান্‌ৎস কাফকার লেখা "মেটামরফোসিস" তেমনই একটি কালজয়ী সৃষ্টি। ১৯১৫ সালে প্রকাশিত এই উপন্যাসটি আজও পাঠকের মনে একইরকম ধাক্কা দেয় — যেমনটা দিয়েছিল প্রকাশের শত বছর আগেও।

গল্পের শুরুতেই আমরা দেখি গ্রেগর সামসা নামের এক যুবক, যিনি এক সকালে ঘুম থেকে উঠে দেখেন—তিনি এক ভয়ংকর প্রাণীতে রূপান্তরিত হয়ে গেছেন। এর মাধ্যমে কাফকা যে শুধু একটি কল্পনাপ্রবণ গল্প বলেছেন, তা নয়। বরং এই রূপান্তর হয়ে উঠেছে এক জটিল প্রতীকের জগৎ — যেখানে পরিবার, সমাজ, আত্মপরিচয়, দায়িত্ববোধ এবং বিচ্ছিন্নতার গভীর স্তরগুলো বিশ্লেষিত হয়েছে এক অনন্য সাহিত্যমাধুর্যে।

গ্রেগরের এই রূপান্তর তাকে সমাজের চোখে অচল করে তোলে; পরিবার, যাদের জন্য সে আত্মত্যাগ করত, ধীরে ধীরে তাকে বোঝা হিসেবে দেখতে শুরু করে। এই সংকট ও প্রত্যাখ্যান শুধু গ্রেগরের নয়—এটি আধুনিক মানুষের এক সামষ্টিক অভিজ্ঞতা। কাফকা আমাদের চোখে আঙুল দিয়ে দেখান, সমাজ যাকে গ্রহণ করতে পারে না, তাকে কেমন নির্মমভাবে দূরে ঠেলে দেয়।

‘মেটামরফোসিস’ পড়তে গিয়ে পাঠক হয়তো কখনো নিজের মধ্যেই খুঁজে পাবেন গ্রেগর সামসাকে। কারণ আমাদের প্রত্যেকের জীবনেই কখনো না কখনো এমন সময় আসে, যখন আমরা বুঝি — আমাদের চেনা পরিচয়, চেনা মানুষ, এমনকি নিজের শরীর ও মন, সবকিছুই বদলে যাচ্ছে। তখন এই কাফকাসুলভ জগৎই বাস্তব বলে মনে হয়।

এই অনুবাদে আমরা চেষ্টা করেছি কাফকার মূল সুর, তার ভাষার সংযম ও তীক্ষ্ণতা বজায় রেখে একটি সহজবোধ্য ও প্রাঞ্জল উপস্থাপনা উপহার দিতে। নতুন পাঠকদের জন্য এটি হবে এক ব্যতিক্রমী পাঠ-অভিজ্ঞতা, আর যারা পূর্বে ইংরেজি বা মূল জার্মান সংস্করণে পড়েছেন, তাদের জন্য এটি হতে পারে নতুন দৃষ্টিকোণ থেকে পুনর্পাঠের সুযোগ।

আসুন, প্রবেশ করি কাফকার নির্মিত সেই রহস্যময় রূপান্তরের জগতে, যেখানে বাস্তবতা ও দুঃস্বপ্ন একাকার হয়ে যায়।

দ্য মেটামরফোসিস

১

একদিন সকালে, অদ্ভুত একটি স্বপ্ন থেকে জেগে উঠে, গ্রেগর সামসা আবিষ্কার করে যে, সে হঠাৎ করেই ভয়ানক এক বিকট আকারের কীটে পরিণত হয়েছে। মাথাটা কোনোমতে বিছানা থেকে একটু তুলে তাকাতেই গ্রেগর দেখতে পায়— তার তুলতুলে পেটের জায়গাটা এখন দখল করে আছে বাদামি রঙের শক্ত খোলস, যা দেখতে ধনুকের মতো খণ্ডে খণ্ডে বিভক্ত আর তার মোলায়েম মাংসল পিঠ যেন কঠিন বর্মের আকার ধারণ করেছে। রাতে শুয়ে পড়ার সময় গায়ে টেনে দেওয়া কম্বলটা এখন ঠিক যেন শরীর থেকে খসে পড়ে যাওয়ার অপেক্ষায় টলমল করছে, কিন্তু একেবারে পড়ে যেতে পারছে না, কারণ সেটার ধারের কিছুটা অংশ এখনো আঁকড়ে সেঁটে আছে তার নতুন শরীরের খাঁজকাটা স্থানে।

বিছানায় পড়ে থাকা অদ্ভুত আকৃতির এই দেহের তুলনায় গ্রেগরের অত্যন্ত পাতলা কৃশকায় অগণিত পা তার নিজ চোখের সামনে যেন অসহায়ভাবে তিরতির করে কাঁপতে থাকে।

“আমার কী হয়েছে? আমি কি এখনও কোনো বাজে স্বপ্ন দেখছি?” গ্রেগর নিজেই নিজেকে ভয় পেয়ে প্রশ্ন করে।

তারপর মনে মনে ভাবে, হ্যাঁ, এটা ভয়াবহ কোনো স্বপ্নই হবে। অতিরিক্ত পরিশ্রমে ক্লান্ত হয়ে সে হয়তো ঘুমের ঘোরে আজেবাজে জিনিস দেখছে। মানুষ থেকে হুট করে এভাবে কীটে পরিণত হওয়া তো বাস্তবে অসম্ভব!

বাস্তব-অবাস্তবের এই দোলাচল থেকে মুক্তি পেতে এবার গ্রেগর তার অনবরত কাঁপতে থাকা পা-গুলোর দিকে তাকায়, তারপর ধীরে

ধীরে স্পর্শ করে দেখে তার বাদামি কাঠের মতো শক্ত হয়ে যাওয়া উদরটায়। পেটে হাত (অবশ্য একে হাত বললে ভুল হবে!) বুলিয়ে দীর্ঘ এক দম ছাড়ে সে। না, দুর্ভাগ্যবশত এটা তার কোনো স্বপ্ন নয়। এর সবই দিনের আলোর মতো বাস্তব, যা গ্রেগরের জীবনে না জানি কোন বিভীষিকা হয়ে নেমে এসেছে!

গ্রেগরের এই ঘরটি আকারে বেশ ছোট, প্রয়োজনীয় আসবাব রাখার পর কোনোমতে এতে একজন থাকা যায়। চির পরিচিত তার এই চার দেওয়ালের মধ্যে আবদ্ধ প্রশান্তির জায়গাটুকু এখন ভোরের স্নিগ্ধতায় পরিপূর্ণ, শান্ত ও নীরব। এক কোনায় থাকা তার প্রিয় টেবিলের উপর ছড়িয়ে-ছিটিয়ে আছে বিভিন্ন ধরনের কাপড়ের স্যাম্পল— কারণ গ্রেগর একজন ভ্রাম্যমাণ বিক্রেতা। টেবিলের ঠিক উপরে দেওয়ালে একটা ছবি ঝুলছে, যা সে কিছুদিন আগে এক সচিত্র পত্রিকা থেকে কেটে নিয়ে সুন্দর একটা সোনালি ফ্রেমে বাঁধিয়েছিল। ছবিটা একজন নারীর— গায়ে উল্লেখযোগ্য কোনো বস্ত্র নেই তবে তার মাথায় পশমী টুপি, গলায় মোটা পশমের বোয়া জড়ানো। ভদ্রমহিলা ছবিটা তোলার সময় সোজা হয়ে বসে থাকার পোজ দিয়েছেন, তার দুইটি হাতই পুরোপুরিভাবে ভারী পশমী হাতমোজা দিয়ে ঢেকে রাখা, আর একটি হাত দর্শকের দিকে সামান্য তুলে ধরা- সিনেমার নায়িকাদের ভক্তদের উদ্দেশে যেভাবে হাত নাড়তে দেখা যায় ঠিক তেমন ভঙ্গিতে।

গ্রেগরের দৃষ্টি এবার ঘরের একমাত্র জানালাটার দিকে চলে যায়। বাইরের আবহাওয়া তেমন একটা সুবিধের না। বৃষ্টি পড়ছে। জানালার ধাতব চৌকাঠে অনবরত ছন্দ তুলে সেই বৃষ্টির ফোটা ঝড়ে যাচ্ছে। আবহাওয়ার বিষণ্ণ ধূসরতা তার মনটাকে আরও ভারী করে তোলে।

"আরেকটু ঘুমিয়ে নিলে এইসব আজগুবি চিন্তা ঠিক হয়ে যাবে, সবটাই হয়তো ভুলে যাব," সে এই ভেবে মনকে প্রবোধ দেওয়ার চেষ্টা করে।